যুব সম্মেলন ২০১৮

বাংলাদেশ ও এজেন্ডা ২০৩০

তারুণ্যের প্রত্যাশা

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

১৪ অক্টোবর ২০১৮

কৃষিবিদ ইন্সটিটিউশন বাংলাদেশ, ঢাকা

সমান্তরাল অধিবেশন (৪)

মানসম্মত শিক্ষা

শিক্ষা সংক্রান্ত টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ঠ এবং সমতলের আদিবাসীদের জন্য অধিকারভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার দাবী

রীণা রাণী পাহান
যুব সদস্য, হেকস/ইপার

HEKS EPER

শিক্ষায় অগ্রগতি ও বিদ্যমান বাস্তবতা

- স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ ছিল ১৬.৪৩% এবং পুরুষ শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণও ছিল অনেক কম অর্থাৎ ৩৬.৬৩%
- ১৯৮২ সালে নারী শিক্ষায় বিশেষ জোড় দেয়ার অংশ হিসেবে ফিমেল এডুকেশন স্টাইপেন্ট পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয় এবং ১৯৯৪ সাল থেকে শিক্ষায় উপবৃত্তি কার্যক্রম জাতীয়ভাবে চালু করা হয়।
- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র হিসাব অনুযায়ী প্রাইমারী স্কুলে ভর্তির হার এখন প্রায় শতভাগ।
- বাংলাদেশ এডুকেশন স্টাটিসটিক্স ২০১৫ অনুসারে ঝড়ে পড়ার হার ২০০৫ সালে যেখানে ছিল ৪৭% সেখানে ২০১৫ সালে তা কমে দাঁড়ায় মাত্র ২০.৪ শতাংশে।
- মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তির হার বেড়ে হয়েছে ৭২.৭৮ শতাংশ যা ২০০১ সালে ছিল মাত্র ৪৩%

শিক্ষায় অগ্রগতি ও বিদ্যমান বাস্তবতা

- মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পড়ার হার এখনও অনেক বেশী, প্রায় ৪০.২৯%
- বাজেটে শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হলেও বরাদ্দের দিক থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান এখনও অনেক নীচে।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে শিক্ষা খাতে মোট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৫৪ হাজার কোটি টাকা যা মূল বাজেটের ১১.৪১ শতাংশ এবং জিডিপি'র ২.২ শতাংশ। কিন্তু ২০১৭-১৮ অর্থবছরে যা ছিল মোট বাজেটের ১৪.৩৯ শতাংশ এবং জিডিপি'র ২.৪৯ শতাংশ।
- শিক্ষা খাতে জিডিপি'র প্রতিবছর কমছে। অথচ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জিডিপি থেকে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ হওয়ার কথা ন্যুনতম ৪ শতাংশ।

শিক্ষায় অগ্রগতি ও আদিবাসীদের বাস্তবতা

- ৭২ শতাংশ শিক্ষার্থী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছে যার মধ্যে কতোজন শিক্ষার্থী আছে যারা সমতলের আদিবাসী অথবা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী থেকে আন্তর্ভূক্ত হয়েছে।
- আর যারা ঝড়ে পড়ছে তাদের মধ্যে কতো শতাংশ প্রান্তিক ঘরের সন্তান সেই হিসাবটাও করা দরকার।
- মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতা হলো আদিবাসীরা যে সকল এলাকায় বসবাস করে সেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক কম। ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে অনেক সময় তারা নিয়মিত বিদ্যালয়ে যেতে পারে না আর যেতে না এবং এক পর্যায়ে ঝড়ে পড়ে।
- আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা এখও সেভাবে চালু হয় নি। মাতৃভাষায় পরিবর্তে বাংলা ভাষায় শিক্ষা নেয়ায় তারা আর দশজনের মতো ভালো ফলাফল করতে পারে না এবং খুব স্বাভাবিক কারনে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে।
- বাণিজ্যিকীকরণ এবং নানামূখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ায় শিক্ষা দিনে দিনে দরিদ্রদের নাগালের বাইওে চলে যাচ্ছে। ফলে দরিদ্র আদিবাসীরা তাদের সন্তানদের শিক্ষা ব্যয় বহন করতে হিমশিম খাচ্ছে।
- আদিবাসীদের সম্পর্কে বিদ্যমান সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষায় তাদের প্রবেশগম্যতার পথে অন্যতম বাধা।
- নিরাপত্তাহীনতা।

শিক্ষা ও জাতীয় অঙ্গীকার

- বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭, ২৮ ও ২৯ অনুচ্ছেদে সবার সমান সুযোগের কথা আছে। বলা হয়েছে-কোন ব্যক্তি জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্রগত কারণে কোনো প্রকার বৈষম্যের শিকার হবেন না।
- নারী উন্নয়ন নীতিমালায় নারীর উন্নয়নকে জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত বলা হয়েছে।
- সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার উপরে জোর দেয়া হয়েছে। যেখানে সুবিধাবঞ্চিত, প্রান্তিক এবং নারীদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলা হয়ছে।
- পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা অর্থাৎ ভিশন ২০২১ এও শিক্ষার অগ্রগতিতে সর্বোচ্চ বিনিয়োগের কথা বলা হয়েছে।

শিক্ষা এবং এসডিজি

- ২০৩০ এর মধ্যে সকল বালক এবং বালিক মানসম্মত, সাম্যতাভিত্তিক প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন করবে যা তার উন্নত ভবিষ্যৎতের বুনিয়াদ হিসেবে কাজ করবে।
- ২০৩০ সালের মধ্যে সকল মেয়ে এবং ছেলে মানসম্মত এবং স্বল্প খরচে কারিগরী, ভকেশনাল এবং উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করতে পারবে।
- ২০৩০ এর মধ্যে যাদের কারিগরী ও ভোকেশনাল কাজে দক্ষতা রয়েছে সকল যুব এবং পরিনত বয়সের মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী হবে।
- ২০৩০ সালের মধ্যে কর্মসংস্থান, সম্মানজনক কাজ এবং উদ্যোক্ত হিসেবে যুব ও দক্ষ জনগোষ্ঠীর যুক্ততা বৃদ্ধি করা হবে বিশেষ করে যাদেও কারিগরী ও ভোকেশনাল ট্রেডে প্রাসঙ্গিক দক্ষতা রয়েছে।
- ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষায় লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষার সকল স্তরে প্রবেশে সমান সুযোগ তৈরী করা বিশেষ করে প্রতিবন্ধী এবং আদিবাসী যারা প্রান্তিক অবস্থায় রয়েছে।

সুপারিশ

- দেশে একই ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা জরুরী। যা বৈষম্যহীন ও অধিকারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিচালিত হবে যাতে সমতলের আদিবাসী শিক্ষার্থীরাও একই ধারার শিক্ষায় নিজেকে গড়ে তুলতে পারে
- দরিদ্রতার সূচকে দেশের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া অঞ্চল এবং সমতলের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলোকে চিহ্নিত করে একটি বিশেষ জরিপ পরিচালনা করা। যাতে করে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায় কি পরিমান শিক্ষার্থী ঝড়ে পড়েছে, তার কারণ কী এবং তার প্রতিকারে কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।
- শিক্ষা থেকে অধিকহারে ঝড়ে পড়া এলাকাগুলোকে বিশেষ শিক্ষা প্রাধিকার অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করা এবং এর জন্য বিশেষ বরাদ্দ ও উন্নয়ন প্রকিল্পনা বাস্তবায়ন করা।
- কারিগরী ও দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক শিক্ষায় সমতলের আদিবাসীদের অধিকহারে যুক্ত করার উদ্যোগ নেয় প্রয়োজন। যাতে করে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি দরিদ্র আদিবাসী শিক্ষার্থরা কারিগরী শিক্ষায় শিক্তিত হয়ে কর্মসংস্থানে যুক্ত হতে পারে। এর জন্য আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় কারিগরী ও ভোকেশনাল শিক্ষা অবকাঠমো তৈরীতে বিশেষ জোড় দিতে হবে।
- দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া আদিবাসীদের জন্য বিশেষ বরাদ্দ এবং বৃত্তির ব্যবস্থা করা যাতে করে তারা এই বিশেষ প্রণোদনা নিয়ে শিক্ষায় যুক্ত থাকতে উৎসাহী হয়।
- সমতলের আদিবাসীদের নিয়ে বিদ্যমান নেতিবাচক ধারণা দূর করতে বিশেষ কিছু প্রক্রিয়ায় সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালু রাখা।